# ১৭

# পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উদারনীতি

## ১৮১৫ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ

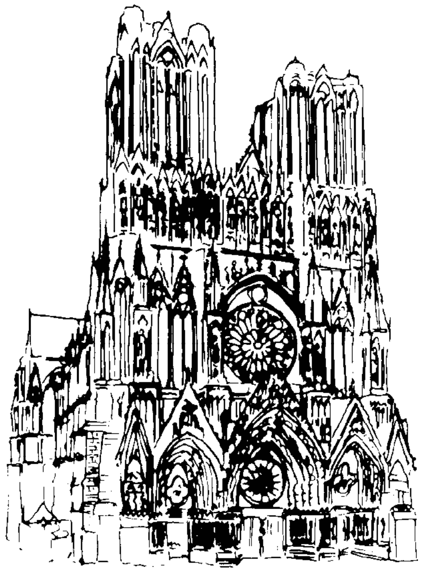

*রেইমস্‌ ক্যাথিড্রাল*

রাজনৈতিক দৃশ্যপট হতে নেপোলিয়নের সরে যাওয়ার পর পূর্ববর্তী ২৫টি বছর অনেক মানুষের কাছে এমন একটি দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্গত একটি উপাখ্যান বলেই মনে হয়েছিল যা ভুলে যাওয়াই শ্রেয় ছিল। ইউরোপ ও খ্রীষ্টমণ্ডলীকে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের আগের অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দী একটা সুস্পষ্ট ধর্মীয় পুনর্জাগরণ দেখতে পেল যার লক্ষণগুলো আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে যারা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের নীতিগুলো সমালোচনা করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। রাজন্যবর্গের কর্তৃত্বপরায়ণতার দ্বারা কিংবা মণ্ডলীর ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা স্বাধীনতাকে আটকানো যাবে না। তার স্বকীয় পরিচয় রক্ষার্থে কাথলিক মণ্ডলী প্রায়ই এই ভয়ানক উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার তাগিদ অনুভব করে, কেননা উক্ত উদারনীতি এমনকি খোদ কাথলিকদের মাঝেও স্থান করে নিয়েছে। এ সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য পোপ নবম পিউস ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাটিকান মহাসভা আহ্বান করেন।

# ॥১ ॥পুনঃপ্রতিষ্ঠা

## ১। নীতিমালা

ফরাসী বিপ্লব ও সাম্রাজ্যের আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনের পর ভিয়েনা কংগ্রেস (১৮১৪-১৮১৫) বৈধতার নীতি অনুসারে ইউরোপকে ঢেলে সাজানোর কাজ হাতে নেয়। পোপ তাঁর রাষ্ট্রগুলো ফিরে পান। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও প্রুশিয়ার রাজার সঙ্গে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর পবিত্র মৈত্রীবন্ধন-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনটি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী এই তিনজন সার্বভৌম নৃপতি 'পরম পবিত্র ও অবিভক্ত পবিত্র ত্রিত্বের নামে' খ্রীষ্টীয় নীতিমালা অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতে এবং একে অপরকে সাহায্য-সহায়তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

### চিরন্তন মূল্যবোধসমূহ

এক আদর্শগত সাহিত্য বিপ্লবাত্মক নীতিমালা বর্জন করেছিল এবং অতীতের চিরন্তন মূল্যবোধগুলোর প্রশংসা করেছিল ঃ ধর্ম, নৈতিকতা, যাজকতন্ত্র। মানুষের অধিকার নয় বরং কর্তব্য রয়েছে। এরূপ চিন্তাধারার চিন্তানায়ক ছিলেন দু'জন যারা ফরাসী ভাষায় লেখালেখি করতেন। লুইস দ্য বনাল্ডের (১৭৫৪-১৮৪০) কাছে রাজতন্ত্র ও কাথলিক ধর্ম ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ঃ একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভব না। স্যাভয়ের যোসেফ দ্য মেইস্ত্রে (১৭৫৩-১৮২১) বিপ্লবকে একটা দৈব শাস্তিরূপে দেখেছিলেন। ঐশ্বরিক অধিকারকে ধারণা রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধার [২২০]
করতে হবে এবং পোপকে সার্বজনীন শৃঙ্খলার জামিনদাররূপে স্বীকৃতি দিতে হবে।

সে যা-ই হোক, ইতিহাসের পাতার পঁচিশটি বছরকে তো আর কলমের এক খোঁচায় মুছে ফেলা যায় না। বিপ্লব থেকে যারা লাভবান হয়েছিল, তারা তাদের অর্জিত লাভটা আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে একসঙ্গে মিশানোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো অসুবিধা ছিল, কেননা রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার উপর আক্রমণগুলো একই সঙ্গে মণ্ডলীর আক্রমণও মনে করা হত, কারণ মণ্ডলী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

## ২। ফ্রান্সে রাজনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় পুনর্গঠন

### সিংহাসন ও যজ্ঞবেদী

ফ্রান্সের সিংহাসন ও যজ্ঞবেদী পারস্পরিক সমর্থনীয়। রাজা অষ্টাদশ লুইস (১৮১৪-১৮২৪) অতটা ধর্মপ্রাণ না হলেও তাঁর ভাই দশম চার্লস (১৮২৪-১৮৩০) রেইমস্ নগরে রাজমুকুট ধারণ ক'রে ধর্মীয় গোঁড়ামির বশীভূত হন। সরকারের সদস্যরা, যেমন – সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষেরা, নির্বাসন থেকে ফিরে এসে খ্রীষ্টযাগে যেত ও ধর্মীয় শোভাযাত্রায় যোগ দিত। কাথলিক ধর্ম পুনরায় রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়। প্রায় সর্বত্রই ধর্মপালদের বেছে নেওয়া হতে থাকে অভিজাত-শ্রেণী হতে। ধর্মকর্মে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কনকর্ডাট বহাল থাকা সত্ত্বেও প্রায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ২০টির মত অতিরিক্ত ধর্মপ্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ রদ করা হয়। মণ্ডলীর কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া সহায়-সম্পত্তি কিন্তু ফেরত দেয়া হয়নি। ধর্মের অনুকূলে এসব ব্যবস্থাদি জনমত কিন্তু সব সময় মেনে নেয়নি। ধর্মীয় মুখোশের নেপথ্যে সময় সময় লোক দেখানো প্রকৃত ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ চলতে থাকে।

### ধর্মীয় পুনর্গঠন

পুনঃপ্রতিষ্ঠা-যুগের মণ্ডলীর অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল গণমানুষকে খ্রীষ্টধর্মের মন্ত্রে আবার দীক্ষিত করা, কারণ তাদের খ্রীষ্টীয় ধর্মাচারণ বিপ্লবের বছরগুলোতে উত্তরোত্তর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উচ্চ সেমিনারীগুলোকে নতুন ক'রে ঢেলে সাজিয়ে ও মাইনর সেমিনারীগুলোর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে পুরোহিতদের সংখ্যা বাড়ানো ও তাদের প্রস্তুতিকরণের উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বছরে পুরোহিত অভিষেকের সংখ্যা যেখানে ৫০০টির বেশী ছিল না, সেখানে তা বৃদ্ধি

পেয়ে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রেকর্ড সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৫৭টি। আর এর ফলে ধর্মপল্লীর সংখ্যা বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ২৭০০০টির সঙ্গে আরও ৫০০০টি নতুন ধর্মপল্লী যুক্ত হয়। জন মেরী ভিয়ান্নে (১৭৮৬-১৮৫৯), আর্স-এর গ্রামপল্লী যাজকদের এমন এক বিনম্র পদে নিয়ে আসতে প্রভাবিত করেন যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

## শত শত ধর্মসংঘ

বিভিন্ন ধর্মসংঘ খ্রীষ্টমণ্ডলীকে অত্যন্ত কার্যকর কর্মীবাহিনীর যোগান দেয়। ক্রমান্বয়ে পুরানো ধর্মসমাজগুলো পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ সপ্তম পিউস যেজুইটদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করেন, যাদেরকে অনিচ্ছার সাথে ফ্রান্সে ফিরে আসতে দেওয়া হয়। ১৮১৫ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সে ও অন্যত্র নারী এবং পুরুষদের অসংখ্য নতুন নতুন ধর্মসংঘের উৎপত্তি হয়। বহু ছোট ছোট ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো – যেগুলো বিপ্লবের সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল – পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় ধর্মসংঘে পরিণত হয়। ফাঃ দ্য ক্লোরিভিয়ের (১৭৩৫-১৮২০) ও আদেলাইড দ্য সিসে মারীয়ার হৃদয়ের কন্যা-সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রতজীবনের রীতি নবায়িত করেন। এই সংঘের সভ্যদের বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্যসূচক কোন চিহ্নের প্রয়োজন হত না যাতে তাঁরা নির্যাতনের সময় অতি সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

## [২২০] **ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আলট্রামন্টানিজম**

*যোসেফ দ্য মেইস্ত্রে ও লামেন্নে পোপের ক্ষমতাকে সমস্ত সমাজের ভিত্তিরূপে দেখেছিলেন। এতে তাঁরা সরকারী কর্মকর্তা ও ধর্মপালদের গ্যালিকানজমের বিরুদ্ধে যান কিন্তু খ্রীষ্টান জনগণের কাছাকাছি অবস্থান করেন, কারণ সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের পোপের প্রতি একটা ক্রমবর্ধমান ভক্তি-শ্রদ্ধাবোধ ছিল।*

### যোসেফ দ্য মেইস্ত্রে

"পোপকে ছাড়া খ্রীষ্টধর্মের অস্তিত্ব আর থাকে না এবং এক অনিবার্য পরিণতিরূপে সমাজ-ব্যবস্থা মর্মমূলে সজোরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অন্য যে কোন সংস্থার ন্যায় মণ্ডলীও শাসিত হওয়া আবশ্যক; অন্যথায় সেখানে কোন সমাহার, সংহতি, ঐক্য থাকবে না। কাজেই এই শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবেই অভ্রান্ত অর্থাৎ নিরঙ্কুশ অন্যথায় পোপ শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন না ... সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সুবিবেচিত আধিপত্যাধীনে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারা সংযুক্ত সকল খ্রীষ্টান শাসকদের এক ধরনের বিশ্বজনীন প্রজাতন্ত্রের ধারণা অকল্পনীয় বা অবাক হওয়ার মত কিছু নয়।"

পোপ পারম্পর্য (১৮১৯)

### লামেন্নে

পোপবিহীন কোন খ্রীষ্টমণ্ডলী নেই; খ্রীষ্টমণ্ডলীবিহীন কোন খ্রীষ্টধর্ম নেই; খ্রীষ্টধর্মবিহীন কোন ধর্ম ও সমাজ নেই। ফলে যেমনটা আমি আগেই বলেছি, ইউরোপের জাতিসমূহের জীবনের উৎস, এর অনন্য উৎস নিহিত রয়েছে পোপের ক্ষমতার মধ্যে। যে সমস্ত দেশে কাথলিক ধর্মের প্রাধান্য খর্ব হয়েছে, সেখানেও উহা যে প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে, তার দ্বারা যদি কাথলিক ধর্ম প্রটেস্ট্যান্ট অবিশ্বাসের অগ্রগতির বিরোধিতা ক'রে না আসত, তাহলে সেসব দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিটি চিহ্ন অনেক আগেই মুছে যেত। তবে যদি এ সমস্ত দেশে লোকবসতি এখনো থাকত, তবে যা জগতে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায়নি এমন হিংস্র ও ভয়ানক এক বর্বরদের জাতির বসতি হত। সমগ্র ইউরোপের দশা এমনই হত যদি সেখানে কাথলিক ধর্মের পুরোপুরি অবলুপ্তি সম্ভব হত। এখন, পোপ মহোদয়ের ক্ষমতার উপর প্রতিটি আঘাতই সে লক্ষ্যেই চালিত হচ্ছে এজন্য দু'টি ধারণাকে সন্নিবেশিত রাখতে সক্ষম অকপট বিশ্বাসী খ্রীষ্টানের তা এটা ধর্মের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ; আর রাজনৈতিক মানুষের জন্য সভ্যতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ, সমাজের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ।"

De la Religion Considérée sans ses rapports avec l'ordre social (1825)

উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত ধর্মসংঘগুলোই মোটামুটি একই ধরনের ছিল। তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল প্রায়শঃই স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেওয়া, যথা – শিক্ষাদান, পীড়িত ও গরীবদের দেখাশুনা করা ইত্যাদি। এদের কারও কারও বেলায় বিদেশে ধর্মপ্রচার একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। তাদের ধর্মমার্গ বা আধ্যাত্মিকতা ছিল চিরাচরিত ধারা ইগ্নেসীয়, ডমিনিকীয়, ফ্রান্সিসকীয় অনুযায়ী পবিত্র হৃদয় এবং কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তিপূর্ণ (৭০০ ধর্মসংঘ কুমারী মারীয়ার নিকট উৎসর্গীকৃত), যুগোপযোগী সংস্কারসাধিত। কোন কোনটি আবার পূর্ববর্তী বছরগুলির পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী চিহ্নিত।

## ৩। ইউরোপের এপার-ওপার

### ইটালী

পোপীয় রাষ্ট্রগুলো ফরাসীদের উপস্থিতির চিহ্নসমূহ – যেমন টিকাদান ও রাস্তায় আলো জ্বালানো – মুছে ফেলতে বিপুল প্রচেষ্টা চালায়। প্রধান প্রধান পদগুলো ধর্মযাজকদের হাতে ন্যস্ত থাকে। 'কার্বোনারি'র মত গুপ্ত সংঘগুলোর প্ররোচনায় যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। সমগ্র ইটালি জুড়ে এক সংযুক্ত ইটালির সমর্থনে একটি বলিষ্ঠ আন্দোলন দানা বাঁধে। এই আন্দোলনের পূর্বশর্ত ছিল পুরাতন রাষ্ট্রগুলোর অপসারণ। পোপতন্ত্রের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য ছিল না।

ইটালির দক্ষিণাঞ্চল যখন পুরাতন ব্যবস্থার প্রভাবাধীনে ছিল, তখন উত্তরাঞ্চল নতুন নতুন ধর্মসংঘ ও দাতব্য সেবা কার্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (যোসেফ-বেনেডিক্ট কতোলেঙ্গা, ডন বস্কো) এবং রসমিনি (মৃত্যু ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও জিওবের্তির (মৃত্যু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ) ন্যায় যাজক-দার্শনিকদের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সক্রিয় থাকে।

### জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া

জার্মানীতে বিভিন্ন অঞ্চলকে ঢেলে সাজানোর মানে ছিল পুরানো "রাজ্য যার, ধর্ম তার" (অর্থাৎ শাসকদের ধর্ম প্রজাদেরও গ্রহণ করার) নীতির অবসান। কাথলিকদের এ সময় প্রটেস্টান্ট রাজন্যবর্গের এখতিয়ারে স্থাপন করা হয়। এর জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে হয়। এগুলো ছিল সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার এবং প্রায়শঃই

### [২২১] জ্যাঁ-অ্যাডাম মোহ্‌লার (১৭৯৬-১৮৩৮)

*জে. এ. মোহ্‌লার প্রথমে টুবিনজেনে এবং তারপর মিউনিখে ঐশতত্ত্ববিদ হিসেবে তাঁর সংক্ষিপ্ত শিক্ষাদানের কাজে পূর্ণ বিকশিত হতে পারেননি। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতত্ত্বে তিনি ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।*

"খ্রীষ্টধর্ম নিছক কতগুলো অভিব্যক্তি, সংজ্ঞা, সাজানো বাক্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আধ্যাত্মিক জীবন, অন্তর জীবন, একটি পবিত্র শক্তি। সব ধরনের শিক্ষা ও সমস্ত ধর্মতত্ত্বই মূল্যহীন হয়ে পড়ে যদি না তাতে অন্তর জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যে জীবন কোথাও না কোথাও রূপায়িত হয়েছে বলে দাবী করে। এমন কথাও বলা যায় যে, যেহেতু এ ধরনের অভিব্যক্তি সর্বদাই সীমিত, তাই জীবন সম্পর্কে যা বলবার বা জানবার তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না, কেননা জীবন যে অনির্বচনীয় যা অবর্ণনীয়; সর্বদাই বাস্তবতা অতিক্রমী। সত্যিই জীবনকে কোন কিছুর সঙ্গে প্রকাশ করা যায় না (ব্যক্ত হওয়ার অর্থে), সুনির্ধারিত করা যায় না, যেহেতু এই আদান-প্রদান লাভ করা যায় একমাত্র শব্দাবলী, ধারণা, চলতি রীতি। তবুও শব্দাবলী একটা উপেক্ষার বিষয় নয়; পক্ষান্তরে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বটে।

যেহেতু খ্রীষ্টধর্মকে মানুষকে দেয়া একটা নিরেট বিমূর্ত, নিষ্প্রাণ ধারণা রূপে নয় বরং একটা নতুন ঐশ জীবন হিসেবে গণ্য করা হয়, তাই এটা আবশ্যিকভাবে সত্য যে, এই নতুন ঐশ জীবন ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশে সক্ষম ।...খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মণ্ডলীর খ্রীষ্টীয় বিবেকের মূল নীতি অপরিহার্যভাবে এক ব'লে তার মানে এই নয় যে, বিবেকের অবস্থা স্থিতিশীল বা অপরিবর্তনীয়।"

জে.এ. মোহ্‌লার, Die Einheit der Kirche (1825)

টানাপোড়েনের বিষয়। প্রুশিয়ায় রাজাদের আতঙ্কোদ্দীপক ক্ষমতার মুখে রাইনল্যাণ্ডের কাথলিকরা নিজেদের পুনর্গঠিত করতে শিখে। বেভারিয়ার রাজা প্রথম লুডউইক (১৮২৫-১৮৪৮) মিউনিখকে জার্মান কাথলিক ধর্মের বিশাল কেন্দ্রে পরিণত করেন।

জাতীয় বীর ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক যোসেফ গোরেস (১৭৭৬-১৮৪৮) কাথলিক চিন্তাবিদদের একটি চক্র গড়ে তোলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ ডলিঙ্গার একই বিশ্ববিদ্যালয়ে মণ্ডলীর ইতিহাসবেত্তা
[২২১] রূপে এক প্রতিভাবান পেশা শুরু করেন। এই মিউনিখেই যোহান-অ্যাডাম মোহলার (১৭৯৬-১৮৩৮) একজন মণ্ডলীবিষয়ক ইতিহাসবেত্তা ও ঐশতত্ত্ববিদরূপে তাঁর শিক্ষকের পদটি ত্যাগ করেন। মণ্ডলীর অভ্যন্তরীণ মূল সত্যকে অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে ভিত্তি ক'রে – যা মিলন বন্ধন জীবনে প্রকাশিত – একে বুঝতে তার লেখা "মণ্ডলীর ঐক্য" শীর্ষক পুস্তকটিতে তিনি মণ্ডলীর বৈধ এবং যাজকতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসার চেষ্টা করেন। অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় পুণ্যাত্মা রিডেমটরিষ্ট ক্লেমেন্ট হফবাউয়ের (মৃত্যু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ) নিজেকে এক দল বুদ্ধিদীপ্ত কাথলিকের চালিকাশক্তি ক'রে তোলেন। এঁদের মধ্যে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ক্লেমেন্ট ব্রেন্তানো যিনি ক্যাথারিন এমারিখের দিব্যদর্শনগুলোর রচয়িতা ঐশতত্ত্ববিদ গুন্তার প্রমুখের স্বপ্নকে রূপায়িত করেন।

### প্রটেস্টান্ট জগৎ

প্রুশিয়ায় রাজা তৃতীয় ফ্রেডরিক-উইলহেম লুথারান মণ্ডলী ও ক্যালভিনিষ্ট মণ্ডলীকে ইউনাইটেড ইভানজেলিক্যাল মণ্ডলীর মধ্যে একীভূত হতে বাধ্য করেন (১৮১৭)। কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্র তাঁর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

অনেক প্রটেস্টান্ট গোষ্ঠী হতে উদ্ভূত দু'টি আন্দোলন, যথা – পুনর্জাগরণ ও উদারনীতি প্রাধান্য লাভ করে। পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন – অর্থাৎ ভক্তিবাদও মেথডিজমের উত্তরসূরীরা ধর্মানুরাগ – আবেগ-অনুভূতি ও বাহ্যিক ক্রিয়ার উপর বিশেষ জোর দেয়। এদের কেউ কেউ খ্রীষ্টীয় জীবনকে একটি পর্যাবৃত্ত পুনর্জাগরণ দেখেছিলেন। সময় সময় সহস্রাব্দবাদ (অর্থাৎ অনাগত স্বর্ণযুগের অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাস)-এর সঙ্গে রঞ্জিত হয়ে বিশেষভাবে ইউরোপের এ্যাংলো-স্যাক্সন জগতে এবং উত্তর আমেরিকায় তাদের সংখ্যা ছিল অজস্র।

প্রটেস্টান্ট উদারনীতি খ্রীষ্টধর্মকে বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট ছিল, কেননা বিজ্ঞানের

## [২২২] ফ্রেডরিক ডানিয়েল এর্নস্ট শ্লেয়েরমাকার (১৭৬৮-১৮৩৪)

*মোরাভীয় ধর্মানুরাগের সৃষ্ট শ্লেয়েরমাকার ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মকে এমনকি তাঁর সময়কার দার্শনিক চিন্তাধারার কবল হতেও সুরক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর এই নতুন ব্যাখ্যা তাঁকে উদারপন্থী প্রটেস্টান্টবাদের জনকরূপে গণ্য হবার পথ প্রশস্ত করেছিল।*

"আপনাদের কাছে স্পষ্ট হবার জন্য বলছি, ধর্ম যা তার প্রথম ও বিশেষ মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞানের নতুবা নৈতিকতার যা তার উপর সমস্ত দাবি বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়, ধার করাই হোক আর আরোপ করাই হোক, তা ফেরৎ দেয়। ধর্ম অধিবিদ্যার ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এর প্রকৃতি অনুসারে ব্যাখ্যা ও নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে না; ধর্ম নৈতিকতার ন্যায় মানুষের স্বাধীনতার ও দিব্য স্বাধীন বিবেচনা শক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেকে ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণতা দানের চেষ্টা করে না। মূলতঃ ধর্ম কোন চিন্তাও নয়, কার্যও নয়, বরং অন্তর্জ্ঞানলব্ধ গভীর ধ্যান ও অনুভূতি। ধর্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অন্তর্জ্ঞান বলে গভীর ভাবে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে; এর বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের ও এর স্বাতন্ত্রসূচক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে ধর্ম পালনের চেষ্টা করে; শিশুর ন্যায় নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে ধর্ম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মর্মার্থ বুঝতে ও এর প্রত্যক্ষ প্রভাব দ্বারা প্লাবিত হতে চেষ্টা করে। এভাবে মূলতঃ ও কার্যতঃ ধর্ম অধিবিদ্যা ও নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ... ধর্ম মানুষের মধ্যে এবং অন্য সব সীমিত বস্তুর মধ্যে সেই অনন্ত অসীমকে ও তার প্রতিমূর্তিও রূপায়নকে দেখার প্রত্যাশা করে।"

এফ.ডি. ই. শ্লেয়েরমাকার 'ধর্মের প্রতি কৃষ্টিগত অবজ্ঞা বিষয়ক বক্তব্য' (১৭৯৯), দ্বিতীয় ভাষণ থেকে।

জগৎ সংস্কারকদের জগৎ থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। ঐশতত্ত্বে যুক্তিবাদিতা প্রচলন করা হয়। মোরাভীয়দের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ফ্রেডারিক শ্লেইয়েরমাকার (১৭৬৮-১৮৩৪)-কে উদারনীতির জনক মনে করা হয়। তাঁর [২২২] 'ধর্মের জন্য কৃষ্টিগত শ্রদ্ধাবোধ বিষয়ক বক্তব্য'(১৭৯৯) শীর্ষক লেখায় তাঁর বিবেকের কথা নিয়ে শ্লেইয়েরমাকার তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এভাবে ঃ "ধর্ম চিন্তাও নয়, কার্যও নয়, বরং অন্তর্জ্ঞানলব্ধ গভীর ধ্যান ও অনুভূতি।" ধর্মগুলোকে আপেক্ষিক করে তোলা হয় এবং আত্মবাদিতা হয়ে ওঠে মানদণ্ড।

ক্ষমতার উপর নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কোন কোন ব্যক্তি বিভিন্ন স্বাধীন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। ডেনমার্কে দু'জন অত্যন্ত ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ধর্মীয় পুনর্জাগরণ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গ্রুণ্ডভিগ (১৭৮৩-১৮৭২) এমন এক লৌকিক খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন যার মধ্যে পুণ্য সংস্কারগুলো ও স্তবস্তোত্রকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়া হয়। দার্শনিক সরেন কিয়েরকেগার্ড (১৮১৩-১৮৪৫) এমন এক খ্রীষ্টধর্মের দাবি জানান যা জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এটাই ছিল পরবর্তী শতাব্দীর অস্তিত্ববাদের পূর্ব লক্ষণ।

## অর্থডক্স জগৎ

গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ক্রমবর্ধনশীল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন জাতিসমূহ তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে থাকে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসে গণ- অভ্যুত্থানের ফলে কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক গ্রেগরীকে পুনরুত্থান দিবসের উপাসনা অনুষ্ঠানের পর তাঁর ভবনের মহা ফটকে তুর্কীদের দ্বারা ফাঁসি দেওয়া হয়। অবশেষে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে। এ সময় গ্রীক মণ্ডলী তুর্কীদের শাসন নিগড়ের অধীন একজন প্যাট্রিয়ার্কের উপর নির্ভরশীল হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ক'রে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে autocephalous ঘোষণা করে।

রাশিয়ায় রাস্কোলনিকি গোষ্ঠী (the বিধিবদ্ধ মণ্ডলীর প্রতি বিরোধিতা অব্যাহত রাখে এবং মণ্ডলীকে কয়েকটি

### [২২৩] **স্টারেট্স্**

*ঐতিহ্যগত আশ্রমকেন্দ্রিক রুশ জীবনে স্টারেট্স্ হচ্ছে আধ্যাত্মিক গুরু যিনি তরুণ শিক্ষানবিসদের দীক্ষিত করেন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ষ্টারসে। প্রায়শঃ সম্মানিত প্রবীণ লোকেরা – রুশ ধর্মীয় অভিজাতদের আধ্যাত্মিক পরিচালক হতেন। কালুগা প্রদেশের অপটিনো ধর্মাশ্রমের স্টাটসি ছিলেন সর্বাধিক খ্যাতিমান। 'কারমাজোভ ভাইয়েরা' গ্রন্থে দস্তভিয়স্কি স্টারেট্স্-এর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন।*

"তাহলে স্টারেট্স্ কি ? একজন স্টারেট্স্ হলেন এমন এক মানুষ যিনি তোমার হৃদয় ও তোমার ইচ্ছাকে তাঁর হৃদয় ও ইচ্ছার মধ্যে ধারণ করেন। তাঁকে তোমার স্টারেট্স্রূপে বেছে নিয়ে তুমি তোমার নিজ ইচ্ছাকে বিসর্জন দাও এবং পূর্ণ আনুগত্য ও পূর্ণ আত্মবিলোপের মধ্যে বশ্যতা মেনে নাও।

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বড় বড় অভিজাতরা পর্যন্ত আমাদের ধর্মাশ্রমের স্টার্টসি-এর নিকট ছুটে আসে, তাঁদের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে তাদের মনের যত সন্দেহ, পাপ ও তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা স্বীকার করে, আর সু-পরামর্শ ও সু-চেতনা লাভ করে।

অনেকেরই দ্বারা প্রবীণ ঋসিমা সম্পর্কে কথিত ছিল যে, সবাইকে এত বছর ধরে তাঁর কাছে আসতে ও তাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করতে দিয়ে, তাঁর সু-পরামর্শ ও নিরাময়কারী বাণী ভিক্ষা করতে দিয়ে তিনি তাঁর নিজ অন্তরে অসংখ্য গুপ্ত কথা, দুঃখ-বেদনা এবং অবাধ ও প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি খুব গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন। এতে শেষ পর্যন্ত তিনি এমন এক চমৎকার উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন যে, এক পলকে কোন অপরিচিত ব্যক্তির মুখ দেখেই তিনি বলে দিতে পারতেন সে কিসের জন্য এসেছে, কি চায় এবং কি ধরনের অন্তর্জ্বালা তার বিবেককে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাঁর দর্শনার্থী কোন কথা বলার সময় পাবার আগেই এমন গভীর উপলব্ধি লক্ষ্য ক'রে বিস্ময়ে স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি ও সচকিত হয়ে পড়ত।

অনেকেই, বলতে গেলে প্রায় সবাই, যারা প্রথমবার কোন প্রবীণের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করতে আসত, তারা ভয়ে ভয়ে ও সচকিত ভাব নিয়ে তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত, কিন্তু প্রায় সব সময়ই চোখে-মুখে খুশীর ভাব ও আনন্দ নিয়ে বেরিয়ে আসত, এমন কি অত্যন্ত বিষণ্ন বদনও হাসিখুশিতে পরিণত হয়ে আসত।"

দস্তয়িভস্কি, 'কারমাজোভ ভাইয়েরা', পেঙ্গুইন সম্পাদিত, ২৮-৩০।

উপদলে বিভক্ত করে ফেলে। শাসনক্ষমতার প্রতি মণ্ডলীর আনুগত্য প্রদর্শন বিগত শতাব্দীগুলোর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য
[২২৩] অক্ষুণ্ণ রাখা হতে ইহাকে বিরত রাখেনি। সারোভের সেরাফিম (১৭৫৯-১৮৩৩) ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্টার্টসির ঐতিহ্য শুরু করেন। চিন্তানায়কগণ অর্থডক্সির মূলধারার রুশ ধর্মীয় চেতনা পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেন। স্লাভোপন্থীরা পাশ্চাত্যপন্থীদের বিরোধিতা করে যারা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। ঔপন্যাসিক দস্তয়িভস্কী (১৮২১-১৮৮১) তাঁর লেখায় উন্মত্ততা, পাপ ও নিরীশ্বরবাদের গভীরে অনুসন্ধান চালান।

# ॥২ ॥ঈশ্বর ও স্বাধীনতা

## ১। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবসমূহ

কাথলিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিশেষ ক'রে ফ্রান্সে উদারপন্থী অভিজাতদের প্রবল বিরোধিতা সৃষ্টি করে। ভলতেয়ারের বইগুলোর সংস্করণ সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তাঁর বিভিন্ন গানে বেরাঞ্জে অতি ধার্মিক রাজাকে উপহাস করেন ও যেজুইটদের আক্রমণ করেন। দশম চার্লসের যে "অধ্যাদেশ" মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করেছিল, তা-ই প্যারিসের জনসাধারণের মধ্যে একটা গণ-অভ্যুত্থান উস্কে দেয় (২৭-২৯শে জুলাই, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ প্রচণ্ডভাবে যাজকবিরোধী মোড় নিয়ে প্যারিসের মহাধর্মপাল ভবন লুটতরাজ ধর্মীয় পোশাক পরিহিত যাজকদের উপর আক্রমণ এবং মিশনের ক্রুশগুলো ধ্বংস করার রূপ নেয়। তবে ক্রমান্বয়ে সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং ভাল-মন্দ যা-ই হোক না কেন, কাথলিকরা নতুন রাজা লুইস ফিলিপকে মেনে নেয়।

### ইউরোপের এপার-ওপার

বিপ্লবটা ছিল সংক্রামক ধরনের। ভাটির দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত রাজ্যের মধ্যে তাদেরকে আত্মীভূত করা হয়েছে বলে অসন্তুষ্ট যাজক-বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলাতে কাথলিকরা ইতস্ততঃ করে না। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেলজীয়রা উদারনীতির ভিত্তিতে স্বাধীন বেলজিয়াম প্রতিষ্ঠা করে। এতে মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের আওতাধীন ক্ষেত্র দু'টি স্বতন্ত্র রূপ পায়। ধর্ম-কর্মের, শিক্ষাদানের, মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। কাথলিকরা উদারপন্থী ধ্যান-ধারণা কাজে লাগায় এবং পোপতন্ত্র তা মেনে না নিয়ে পারে না।

৩০শে নভেম্বর, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ অষ্টম পিউস মৃত্যুমুখে পতিত হলে পোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্রোহের সূচনা হয়। রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ একজন সন্ন্যাসী পোপ ষোড়শ গ্রেগরীকে মনোনীত করতে পঞ্চাশ দিন লেগে যায়। বিদ্রোহ দমনের জন্য পোপ মহোদয় অষ্ট্রিয়ার নিকট আবেদন জানান। কিন্তু ইতালীয় উদারপন্থীরা এই আবেদনকে অবমাননার সামিল মনে করে। ২৫শে মার্চ, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু পোপ ষোড়শ গ্রেগরী চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতার শত্রুদের মধ্যে গণ্য হন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে রাশিয়ার জারের শাসনাধীন পোল্যাণ্ড বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রুশরা পোলদের পরাজিত ক'রে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারশো দখল করে নেয়। ভয়ানক দমন অভিযান চলতে থাকে। বিপুল সংখ্যক পোল উপায়ন্তর না দেখে দেশত্যাগ করেন এবং পাশ্চাত্যের অন্যত্র সহানুভূতিসম্পন্ন উদারপন্থী ও কাথলিক পরিমণ্ডল খুঁজে পান। পোলগণ এ ব্যাপারে পোপকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন, যেমনটা করেছিলেন রাশিয়ার জারের প্রতিনিধি গ্যাগারিন। পোপ ষোড়শ গ্রেগরী কি একদিকে পোল্যাণ্ডের গণ-অভ্যুত্থানকে সমর্থন দিতে পারতেন আর অপর দিকে তাঁর নিজ রাষ্ট্রগুলোতে কি এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতেন ? ৯ই জুন, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে তিনি পোলদের বশ্যতা স্বীকার করতে পরামর্শ দেন। "আপনাদের পরাক্রমশালী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করুন, তিনি আপনাদের প্রতি দয়া করবেন।" পোপের এই পরামর্শ পোল্যাণ্ড

ও ইউরোপে ক্রোধ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

জনসাধারণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কি খ্রীষ্টমণ্ডলীর উচিত ছিল না? ঈশ্বর ও স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার কি এটা উপযুক্ত সময় ছিল না? লামেন্যাস ও তাঁর বন্ধুরা এমনটাই ভেবেছিলেন।

## ২। লামেন্যাস ও লা আভেনির

### অতি-রাজসমর্থন থেকে উদারনীতি

ফেলিসিতে দ্য লা মেন্যাস (১৭৮২-১৮৫৪) সেন্ট মালো-তে জন্মগ্রহণ ক'রে বিপ্লবের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন। ব্যাপক পড়াশুনা ও পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ক'রে তিনি সুশিক্ষিত হয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি তিনি খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না, আর তাই একুশ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণ করেন। অচিরেই তিনি তাঁর একজন ধর্মযাজক ভাই জ্যাঁ-মারীর সাম্রাজ্য ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা-যুগের অধীনস্থ ফ্রান্সের মণ্ডলীকে পুনর্গঠনের জন্য প্রবল আগ্রহের জালে ধরা পড়েন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেলিসিতে একজন পুরোহিত হয়ে হাতে কলম – সাংবাদিকতা – তুলে নেন তাঁর প্রৈরিতিক কার্যের হাতিয়ার হিসাবে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লেখা 'গতানুগতিকতা বিষয়ক প্রবন্ধ' তাঁকে দেশের একজন অন্যতম সেরা লেখকের মর্যাদায় ভূষিত করে। তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদেরকে নিরীশ্বরবাদের দিকে নির্বিকার ভাবে চালিত হওয়া থেকে বিরত রাখাই তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল, কেননা তাঁর ধারণায় ধর্ম ছাড়া সব কিছু ভেঙ্গে পড়বে। রাজনৈতিক ব্যাপারে ফেলিসিতে সেই সময় অতি-রাজসমর্থক ছিলেন। মণ্ডলীকে তার অধিকারগুলো ও তার সামাজিক ভূমিকা ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে সরকারের দৃঢ়তার উপর তিনি নির্ভর করতেন। তিনি এ-ও দেখতে পেয়েছিলেন রাজা পর্যাপ্ত কিছু করছিলেন না। লামেন্যাস অধর্মাচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাঁর বাদানুবাদের কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছিলেন, আর তাই প্যারিসের মহাধর্মপাল তাঁকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। এর প্রতিশোধস্বরূপ ধর্মপাল ও কর্মকর্তাদের গ্যালিকানিজমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দৃঢ়তার সাথে ধর্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পোপের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সমর্থক হন। যোসেফ দ্য মেইস্ত্রের ন্যায় তাঁর কাছেও অভ্রান্ত পোপ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিন্যাস সৌধের সর্বোচ্চ চূড়া।

বিভিন্ন ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা ক'রে জ্যাঁ-মারীও ফেলিসিতে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করেন। জ্যাঁ-মারী 'বিধাতার কন্যা' সংঘের সঙ্গে শিক্ষাদানের ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সাধু পিতরের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দু'ভাই যাজকদের গঠন করতে চান যারা একই সময় ঐতিহ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট ও নতুন যুগের পরিস্থিতির প্রতি উদার। তাঁর লা চেশনেই বাসভবনে তিনি তার শিষ্যদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন; এঁদের অনেকেই পরবর্তীতে মণ্ডলীতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরীতে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পোপ দ্বাদশ লিও স্বীকার করেন "তিনি হলেন এমন এক মানুষ যাকে চলতে হবে বুকে হাত রেখে"।

সরকারের কিছু কিছু পদক্ষেপ, যেমন – ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের অধ্যাদেশগুলো যা মণ্ডলীর স্বাধীনতাকে সংকীর্ণ করেছিল, লামেন্যাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে, কেননা সরকারী ভর্তুকি দিয়ে সরকার মণ্ডলীকে একটা ক্রীতদাসে পরিণত করছিল। তাই রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অধিক কাম্য হয়ে ওঠে। দীনদশাই মণ্ডলীকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে। রাজা ও পোপের উপর নির্ভর করার চেয়ে বরং পোপ ও জনসাধারণের উপর নির্ভর করা কি অধিক শ্রেয় ছিল না?

### ল' আভেনির

লামেন্যাসের কাছে জুলাই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবটা ছিল অনেকটা বিধাতৃকৃত; পৃথিবী স্বাধীনতার মাধ্যমে নবীকৃত এবং স্বাধীনতা ঈশ্বরের মাধ্যমে নবীকৃত হবে। লার্কোডায়ার, মন্তালেম্বার্ট, দ্য কু ও জের্বেত নামে তাঁর বন্ধুদের সাথে লামেন্যাস ল' আভেনির (ভবিষ্যৎ) শিরোনামে একটি সাময়িকী শুরু করেন যার মাস্তুল শীর্ষে 'ঈশ্বর ও স্বাধীনতা' খচিত ছিল। সাময়িকীটি যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল সেই পোলদের ও আইরিশদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিত। [২২৪]
স্বাধীনতার ভিত্তিতে অর্থাৎ পার্থক্য ব্যতিরেকে বিবেক ও ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতা, রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর পৃথকীকরণ, মত প্রকাশ ও সংঘ-সমাবেশ করার স্বাধীনতার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে মণ্ডলীর ও সমাজের নবায়নের

প্রস্তাব করেন। দ্য ক্যু তাঁর পাঠকদের সামাজিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। সাময়িকীটির সাধারণ মেজাজ বা চরিত্র সময় সময় বাড়াবাড়ির রূপ পরিগ্রহ করত। ধর্মপালগণ রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর মধ্যে পৃথকীকরণটা একটা অচিন্তণীয় ব্যাপার বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা উক্ত সাময়িকীটির গ্রাহকদের বিরুদ্ধে পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা আরোপ ক'রে তাঁদের অস্বীকৃতি প্রদর্শন করেন। ১৫ই নভেম্বর, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ল' আভেনির-এর প্রকাশনায় যবনিকাপাত হয়। ফরাসী ধর্মপালদের অনুমোদন না পেয়ে লামেন্যাস, লাকোর্ড্যায়ার ও মন্তালেম্বার্ট ব্যাপারটি পোপের কাছে তোলার সিদ্ধান্ত নেন, কেননা তাঁরা সর্বদাই পোপের সমর্থক ছিলেন। 'ঈশ্বর ও স্বাধীনতার সপক্ষে তীর্থযাত্রী'রূপে তাঁরা অনেকটা অসময়ে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে রোমে এসে পৌছেন। পোপ ষোড়শ গ্রেগরীর সঙ্গে এক হতাশাব্যঞ্জক সাক্ষাতের আগে উক্ত তীর্থযাত্রীদের তিন তিনটি মাস অপেক্ষা করতে হয়। যদিও বা শেষ পর্যন্ত পোপের সাক্ষাৎ মিলে, কিন্তু তাতে ল'আভেনির-এর বিষয়টি কিংবা ভবিষ্যৎ কর্মধারা কোনটাই আলোচনায় উত্থাপিত হয়নি। জুন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পোলিশ ধর্মপালদের নিকট পোপ মহোদয়ের চিঠিটা প্রকাশ লা মেন্যাসকে ক্রোধে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে। রাগে-দুঃখে মর্মাহত হয়ে তিনি রোম ত্যাগ করেন, যাকে তিনি "সুবিশাল কবর যেখানে রয়েছে শুধুই হাড়গোড়" বলে অভিহিত

*লামেন্যাস*
*পি, গিরিন-এর আঁকা*

## [২২৪] ল' আভেনির

*লামেন্যাস ও তাঁর বন্ধুদের দ্বারা সূচিত সাময়িকীটি ১৫ই অক্টোবর, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৫ই নভেম্বর, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। সাময়িকীটির কার্যক্রম – যা সমস্ত আধুনিক গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে – সেই সময়কার ধর্মপালদের কাথলিক সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কাছে ব্যাপক ঘৃণা ও ক্ষোভ সঞ্চারকারী করেছে।*

**যাজকদের কাছে তাঁদের বেতন/ভাতা না নেবার আবেদন (১৮ই অক্টোবর ১৮৩০)**

"সেই তাঁরই সেবাকর্মী যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন একটি যাবপাত্রে ও প্রাণত্যাগ করেছেন ক্রুশের উপর, আপনারা আপনাদের মূল উৎসে ফিরে যান ঃ আপনারা আবারো দরিদ্রতার, দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করুন, দীনহীন কষ্টভোগী ঈশ্বরের বাণী আপনাদের ঠোঁটে নতুন ক'রে কার্যকর হয়ে উঠবে। অন্য কোন অবলম্বনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই ঐশ বাণীর উপর ভর ক'রে সেই বারোজন জেলের ন্যায় আপনারাও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে চলে যান, জগৎ-সংসারকে পুনরায় জয় করে নিতে শুরু করুন। খ্রীষ্টধর্মের জন্য বিজয় ও গৌরবের এক নবযুগের প্রস্তুতি চলছে। চেয়ে দেখুন, দিগন্তে এমন সব চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, যা নব তারার উদয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করছে। আর আশার বার্তাবাহক রূপে জীবনের জয়গানে মুখর হোন যত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর, যত কিছু ধ্বংসাবশেষের উপর।"

**বিধানিক কার্যক্রম (৭ই ডিসেম্বর, ১৮৩০) ঃ**

"প্রথমতঃ, আমরা বিবেকের স্বাধীনতা বা ধর্মের স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছি ঃ পূর্ণ, সার্বজনীন, ভেদাভেদহীন ও বিশেষাধিকারহীন একটি স্বাধীনতা। সেই কারণে আমরা যারা কাথলিক, আমাদের উপর ব্যাপারটা যতটা প্রভাব বিস্তার করে, আমরা মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের মধ্যে পুরোপুরি পৃথকীকরণ দাবী করছি। এই অত্যাবশ্যক পৃথকীকরণ ছাড়া কাথলিকদের জন্য কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকবে না। তাই এর জন্য আবশ্যক একদিকে মণ্ডলীর নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বিলোপ করা। যাজক মাত্রেই অন্যান্য নাগরিকদের মত এবং সমপরিমাণে দেশের আইনের অধীন হবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা শিক্ষাদানের স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছি কারণ এটা প্রকৃতিগত একটি অধিকার এবং এটা যেন পরিবারের প্রথম স্বাধীনতার সামিল; কেননা এ ছাড়া যে ধর্মীয় স্বাধীনতা বা মতামতের স্বাধীনতা কোনটাই থাকবে না।

তৃতীয়তঃ, আমরা বাক-স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছি।...

চতুর্থতঃ, আমরা সংঘ-সমাবেশ করার স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছি ...

পঞ্চমতঃ, আমরা নির্বাচন-পদ্ধতি/নীতির সম্প্রসারণের দাবি জানাচ্ছি যাতে তা জনসাধারণের ঠিক মর্মমূলে গিয়ে প্রবেশ করে...

ষষ্ঠতঃ, আমরা ক্ষতিকারক কেন্দ্রায়ন পদ্ধতির অবসান দাবি করছি, কেননা এটা যে সম্রাটের স্বৈরতন্ত্রের শোচনীয় ও লজ্জাজনক স্মৃতিচিহ্ন। আমাদের নীতি অনুসারে যে কোন সীমাবদ্ধ স্বার্থ সন্ধানে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের স্ব-শাসনের অধিকার রয়েছে।"

করেছেন। এর কয়েক সপ্তা পর ১৫ই আগষ্ট, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পোপের সার্বজনীন পত্র Mirari Vos প্রকাশিত হয়। উক্ত সার্বজনীনপত্রে লা মেন্যাসের নাম উল্লেখ না ক'রে তাঁর ও লা'আভেনির-এর সমস্ত ধ্যান-ধারণার নিন্দা করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে লা'আভেনির-এর সম্পাদকগণ নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু লামেন্যাসকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হল না। তাঁর শত্রুরা সব সময়ই তাঁর পিছনে আঠার মত লেগে থাকে, আর ধর্মপালদের আদেশাবলীর ধারা নেমে আসতে থাকে। এপ্রিল, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পর্যন্ত লামেন্যাস তাঁর 'একজন বিশ্বাসীর উক্তি' প্রকাশ করেন, যার মধ্যে তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত কথা, যথা – স্বৈরতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা, জনগণের উপর তাঁর আস্থা প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষা বাইবেলের ভাবরসে ও সেই সময়কার রোমান্টিকতায় পরিপ্লুত ছিল। অক্ষর বিন্যাসকরা তাঁর লেখা ছাপার জন্য অক্ষর সাজানোর সময় কাঁদত। পুস্তকটি বিপুল সাফল্য লাভ করে। জুন, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপের Singulari Nos নামক সার্বজনীন পত্রটি উক্ত পুস্তক ও এর লেখকের নিন্দাজ্ঞাপন করে।

### এক নিঃসঙ্গ সংগ্রাম

লামেন্যাসের ব্যবস্থা গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এক নবায়িত খ্রীষ্টমণ্ডলী ও মানব জাতির ভিত্তিস্বরূপ হওয়ার জন্য পোপতন্ত্র অক্ষম ছিল। লামেনাইস জনসাধারণের প্রতি অকপট থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ। বিশ বছর ধরে একজন নিরলস সাংবাদিক ও লেখক হিসাবে তিনি গরীব ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন এবং তাঁর সংগ্রাম শুরু করেন লিয়োন্সের বিদ্রোহী রেশম শ্রমিকদের সঙ্গে। তিনি ভবিষ্যতের একটি ধর্ম, জনসাধারণের ও মানব জাতির একটি ধর্ম তৈরী করছিলেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের সমর্থক, মৃত্যুদণ্ডের শত্রু হিসাবে তিনি মনে করতেন একদিন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সকল যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে মনে হয়; তিনি একজন ডেপুটি হন এবং 'জনসাধারণ স্থির করে' নামে একটি সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করেন। জুন বিপ্লবের পর দ্রুত হতাশা নেমে এল। তিনি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে সর্বসাধারণের নিমিত্ত ব্যবহার্য সমাধিক্ষেত্রে কবর দেওয়া হয়।

লামেন্যাসের সব ইচ্ছাই যথা – ফ্রান্সে রাষ্ট্র হতে মণ্ডলীকে পৃথকীকরণ, শিক্ষার স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা বর্তমানে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। সন্দেহ নেই যে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর ফরাসী কাথলিকরা শিক্ষার স্বাধীনতার জন্য এক অভিযানে লিপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তা ছিল অন্যান্য স্বাধীনতাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন এক অভিযান। ধর্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পোপের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সমর্থন ) ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু তা বাড়তে থাকে একটি উদারনীতির বিপক্ষে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কাথলিক উদারনীতির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বেশী করে অনুভূত হতে থাকে, কিন্তু লামেন্যাসের সেই দূরদৃষ্টির ব্যাপকতা ছাড়াই।

## ৩। ১৮৪৮ ঃ সংক্ষিপ্ত স্থিতিকালের সুখোচ্ছ্বাস

### অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর

ইংল্যাণ্ডে অনেকটা এগিয়ে গেলেও সমগ্র মহাদেশে কিন্তু অতি সামান্যই শিল্প-কারখানা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্তও ফ্রান্সের পঁচাত্তর শতাংশ লোক ছিল গ্রামাঞ্চলের (কৃষক)। তা সত্ত্বেও খনি ও বস্ত্র শিল্পগুলো এলোমেলো ও অসমভাবে গড়ে-ওঠা ঘর-বাড়ি নিয়ে গঠিত শহরে বিস্তৃত এলাকার সৃষ্টি করে, যেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত শোচনীয় দারিদ্র্য ছিল সুবিস্তৃত। বেতন-ভাতা ও স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে অর্থনৈতিক উদারনীতি কোন বিধি-নিয়ম মানত না। কয়েকজন কাথলিক যারা রাজনৈতিক দিক দিয়ে রক্ষণশীল ছিল, তারা পুরানো ব্যবস্থার সমবায় সংঘগুলোর [২২৫]
অবলুপ্তিতে দুঃখ করে, কেননা উক্ত সংঘগুলো কিছুটা পরিমাণে হলেও কয়েকটি নিয়ম মেনে নিতে দাবী করত। অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে তারা এমন কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যেগুলো তাৎক্ষণিক দারিদ্র্য লাঘব করে ও শ্রমিকদের উচ্চতর নৈতিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে লামেন্যাস ও দ্য ক্যু লা' আভেনির সাময়িকীতে শ্রমিকদের শোষণের নিন্দা করেন এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রস্তাব করেন। ফ্রেডরিক অজানাম বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর পুনর্মিলনের লক্ষ্যে কাজ করেন ঃ

"আসুন, আমরা বর্বরদের পক্ষ নিই"; অর্থাৎ বড় বড় সেই আক্রমণের সময় খ্রীষ্টমণ্ডলীর যে মনোভাব ছিল, আসুন আমরা শ্রমিকদের প্রতি সেই একই মনোভাব পোষণ করি। সমাজ সচেতন এই আদি কাথলিকগণ সেই আদি সমাজতন্ত্রীদের সমসাময়িক, যারা অনেকেই খ্রীষ্টীয় নীতিমালার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যেমন – সেন্ট-শিমন , ফুরিয়ে, কাবে, বুঁশে এবং আতেলিয়ে নামে সাময়িকীর সম্পাদকগণ। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ দয়ার কাজ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ ব্যাপারটা যে ছিল একটা ন্যায্যতা ঘটানোর এবং অর্থনীতি ও সমাজের পরিবর্তনের বিষয়।

### জনগণের বসন্তকাল

– প্রজাতন্ত্র সমর্থকদের, পুরাতন রাজবংশের প্রতি অনুরক্ত কাথলিকদের, বেকারদের – অনেকের অসন্তোষ ঘনীভূত
[২২৬] হয়ে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়। প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং সকলের দ্বারা তা সাদরে গৃহীত হয়। অস্থায়ী সরকার প্রার্থনার জন্য আবেদন জানায়। যাজকগণ স্বাধীনতার স্তম্ভগুলো আশীর্বাদ করেন। সমগ্র জগৎ পুনর্মিলিত হয়েছে বলে মনে হয়। লাকোর্ডের – যিনি একজন ডমিনিকান হয়েছিলেন – অজানাম ও আব্বে মারেৎ 'নবযুগ' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। উক্ত পত্রিকাটি লা'আভেনির পত্রিকাটির ন্যায় এক প্রকারে হুবহু নকল ছিল।

বিপ্লব গোটা ইউরোপে – অষ্ট্রিয়া, জার্মানী ও ইটালী– ছড়িয়ে পড়ে। শেষোক্ত দেশ দু'টি ভেবেছিল জাতীয় ঐক্যের শুভক্ষণ এই বুঝি এসে গেল। আব্বে জিওবার্তি মনে করতেন পোপের উচিত হবে এক ইতালীয় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেওয়া। পোপ নবম পিউস তাঁর জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থানকালে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একটা ধর্মযুদ্ধের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন, কেননা অষ্ট্রিয়া ইটালীর খানিকটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করত। পোপের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে হতাশার সূচনা হয়।

### জুন, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের দিনগুলো

ফ্রান্সে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে ২৩শে এপ্রিল, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরুত্থান দিবসে রাজনৈতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। লাকোর্ডাসহ পনের জন ধর্মযাজক নির্বাচিত হন। নির্বাচকগণ অধিকাংশই ছিল অনভিজ্ঞ গ্রামদেশের মানুষ। তারা অভিজাতদের (তালুকের জমিদার ও যাজকগণের) নির্দেশ পালন ক'রে এমন একটি রক্ষণশীল পরিষদ নিযুক্ত করে, যারা রাজধানীর সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে ছিল একেবারে অজ্ঞ। বেকার লোকেরা প্যারিসে জাতীয়

## [২২৫] যন্ত্রের পর্যায়ে নামানো মানুষ

বেশ উৎসাহের সঙ্গে লিয়োন্সের মহাধর্মপাল কার্ডিনাল দ্য রোনাল্ড এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, শ্রমিককে যন্ত্রের ন্যায় শোষণ করা হচ্ছে। কিন্তু তিনি শুধু নৈতিক পর্যায়ের মধ্যে তাঁর মন্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন বলে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য উদ্ভূত ফলাফল খুব সুনির্দিষ্ট করে চিত্রিত করতে পারেননি।

"লোভ একজন মানুষকে কিভাবে দেখে ? ব্যবহারিক যন্ত্র, গতিসঞ্চারী একটি চাকা, উত্তোলনকারী একটি লিভার, পাথর-ভাঙ্গা একটি হাতুড়ী, লোহাকে কাঙ্ক্ষিত রূপদানকারী কামারের নেহাই ছাড়া আর কিছু নয়। লোভ ছোট একটি ছেলেকে শুধু এমন একটা খাঁজকাটা চাকা হিসাবে দেখে, যা নাকি এখনও পর্যন্ত এর পুরো শক্তি অর্জন করতে পারেনি। লোভের দৃষ্টিতে দেখলে মানব স্বভাবের মর্যাদা শুধু এটাই। যদি আপনি লোভকে জিজ্ঞাসা করেন সমাজের মুক্তি কোথায়, তাহলে লোভ আপনাকে যন্ত্রের অবিরাম গতিটা, উৎপাদনশীল শ্রমিকের অবিঘ্নিত কর্মতৎপরতা, দূরত্ব অবলুপ্তকারী বাষ্প দেখিয়ে দেবে ...।"

রবিবারকে পবিত্র ক'রে তোলার বিষয়ে মন্সিনিয়র কার্ডিনাল দ্য রোনাল্ডের 'পালকীয় নির্দেশনা এবং বাধ্যবাধকতা' থেকে, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের উপবাসকালে প্রকাশিত।

লাকোর্ডার
*চশ্যেরো-র আঁকা (নুভোর মিউজিয়াম)*

লুইস ভেইলো

কর্মশালাগুলোতে কাজের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এসব কর্মশালা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব'লে বিলুপ্ত করা হলে মজুরেরা প্যারিসে ব্যারিকেড স্থাপন করে ও ২৩-২৬শে জুন পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকে। পুনর্মিলন সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার সময় মহাধর্মপাল মন্সিনিয়র আফ্রে নিহত হন। সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা ছিল সম্ভবতঃ হাজার হাজার। এগার হাজার কারাবন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। "দেখ, বর্বরদের আক্রমণ, ওরা আমাদের হুমকি দিচ্ছে", ক্রোধে চিৎকার ক'রে
[২২৭] বলে উঠেন মন্তালেম্বার্ট। সুন্দর ঐক্য উবে যায়। লুইস ভেইলো ও তাঁর পত্রিকা L' Univers-এর ন্যায় কাথলিক অভিজাতশ্রেণী শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে প্রচারাভিযান চালান। যাজক-বিরোধী অভিজাত সম্প্রদায় এই সুযোগে মণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় এই আশায় যে, মণ্ডলী জনগণের কাছে বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসমর্পণ করতে পরামর্শ দেবে। এমত

## [২২৬] ফেব্রুয়ারী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সবাই প্রজাতন্ত্রের সমর্থক

*একটা সার্বিক সুখোচ্ছাসের মধ্যে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা যাজকসম্প্রদায়সহ সকল ফরাসীকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে ব'লে মনে হয়। স্বাধীনতার পতাকা আশীর্বাদ করার সময় যাজকগণ চমকপ্রদ সব ধর্মোপদেশ দেন।*

"বিশ্বাসীভক্তদেরকে প্রজাতন্ত্রের প্রতি বাধ্যতা ও আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখান। এই স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য বার বার মনে মনে কামনা করেন, এই স্বাধীনতাই যে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রাতৃগণকে অত্যন্ত সুখী করেছে; আপনারা এই স্বাধীনতার অধিকারী হবেনই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি ধর্মীয় ইমারতগুলোকে জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজাতে চান, তবে সযত্নে ম্যাজিস্ট্রেটদের ইচ্ছা পালন করুন। প্রজাতন্ত্রের পতাকা সর্বদাই ধর্মরক্ষাকারী পতাকা হয়েই থাকবে। ... শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে পারে এমন সব পদক্ষেপের সঙ্গে অভিন্নমত হোন। এতে আশা করা যায় যে, শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি একটা আন্তরিক ও ফলপ্রদ সংহতি প্রদর্শন করা হবে।"

*তাঁর যাজকদের উদ্দেশে কার্ডিনাল দ্য বোনাল্ড*

"নাগরিকগণ, যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর থেকে সর্বপ্রথম বিশ্বচরাচরে অনুরণিত 'স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ' – এই চমকপ্রদ কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন।

যীশু খ্রীষ্ট – যিনি আপনাদের জন্য স্বাধীনতার বৃক্ষের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন – হলেন সর্বকালের ও সর্বযুগের পবিত্র, মহিমময় প্রজাতন্ত্র সমর্থক । বাস্তবিকই, স্বাধীনতার উৎপত্তি তো কালভেরী হতে।"

*১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাল-পুরোহিতদের প্রচারিত ধর্মোপদেশ।*

অবস্থায় যুবরাজ লুইস নেপোলিয়ন এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে জয়ী হয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৪৮)। মে,১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মিলিত বিধান পরিষদের অধিকাংশই ছিল রক্ষণশীল কাথলিক ও রাজসমর্থক।

## রোমে বিপ্লব

পোপ একাদশ পিউস ইতালীয়দের নিরাশ করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর রাষ্ট্রগুলোতে সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন্ত্রী রসি আততায়ীর হাতে নিহত হন। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পোপ রোম ছেড়ে চলে যান আর এই সুযোগে রোমীয়রা ফ্রেব্রুয়ারী, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রজাতন্ত্র জারি করে বসে। এতে ফরাসী পরিষদ দাঙ্গায় ফেটে পড়ে। লুইস-নেপোলিয়ন একটি সেনাদল প্রেরণ করলে তা জুন, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রোম দখল করে নেয় ও পোপকে তাঁর পদে পুনর্বহাল করে। স্বৈরশাসন এর সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে নেয়।

## [২২৭] বশবর্তিতা – প্রধান খ্রীষ্টীয় গুণ

*প্যারিসে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনের রক্ত-ঝরা দিনগুলো যাদের বিস্তর সহায় সম্পত্তি ছিল, তাদের মধ্যে এবং বিশেষভাবে কাথলিক অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। সুখোচ্ছাসের ফানুস চুপসে যায়। গরীবদের কাছে আবেদন জানানো হয় যাতে তারা বশবর্তিতা প্রদর্শন করে ধর্মের নামে, যে ধর্মকে এখন সামাজিক আত্মরক্ষার একটি উপায় হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছে।*

"খ্রীষ্টমণ্ডলী গরীব মানুষদের বলেছে ঃ তোমরা অন্যের জিনিস চুরি করবে না, আর শুধু যে চুরিই করবে না তা-ই নয়, সেইসঙ্গে তোমরা পরদ্রব্যে লোভও করবে না। অন্য কথায়, তোমরা এই অনির্ভরযোগ্য শিক্ষায় কান দেবে না, যা নাকি অবিরত তোমাদের অন্তরে লোভ-লালসা ও ঈর্ষার আগুন উস্‌কে দেয়। দরিদ্রতার বশবর্তী হও, তাহলেই তোমরা অন্ততঃ স্বর্গধামে পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। এ কথাটাই তো খ্রীষ্টমণ্ডলী হাজার বছর ধরে বলে আসছে। আর গরীব মানুষেরা সেদিন পর্যন্ত তা বিশ্বাসও করে এসেছে, যেদিন তাদের অন্তর থেকে ধর্মবিশ্বাস ছিনিয়ে না নেওয়া হয়েছে।"

মন্তালেম্বার্ট, ডেপুটিদের উচ্চ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮।

"দীনদরিদ্র মানুষেরা, সৌভাগ্য যা থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করেছে তার একটা চমৎকার ক্ষতিপূরণরূপে এবং বশবর্তিতা ও সহিষ্ণুতার একটি বলিষ্ঠ কারণরূপে আমরা তোমাদের কাছে ধর্মের আশার বাণী নিয়ে আসি।"

মন্সিনিয়র সিবুর প্যারিসের মহাধর্মপাল।

# ॥৩ ॥প্রথম ভাটিকান মহাসভা

## ১। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত

### রোমকে নিয়ে সমস্যা

তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট থেকে পাওয়া সামরিক সহায়তা পিয়েদমন্তের রাজা ভিক্টর ইম্মানুয়েলকে ইটালির অধিকাংশ অঞ্চলকে একত্র ক'রে নিজেকে মার্চ, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে ইটালির রাজা ঘোষণা করতে সুযোগ করে দেয়। পোপের এলাকার অধিকাংশটাই তাঁর হাতছাড়া হয়। ফরাসী কাথলিকদের মতামত বিবেচনা ক'রে তৃতীয় নেপোলিয়ন রোমে ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে সৈন্য মোতায়েন রাখেন। সবাই তখন পোপ নবম পিউসের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যদিও এটা একটা ভূমি সংক্রান্ত বিষয় ছিল, তবুও "রোমের সমস্যাটি" ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনকে বিষিয়ে তোলে।

স্বাধীনতার জন্য এরূপ উল্লাস দেখে পোপ আতঙ্কিত না হয়ে পারেননি, কেননা তা তাঁর কাছে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে অনেক অনিষ্টের কারণ হবে বলে মনে হয়েছিল।

### উদারনীতিকে ঘিরে কাথলিক বিভেদ

পোপের জাগতিক ক্ষমতা রক্ষা করতে ও সমাজতন্ত্রী মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে এক যুক্ত সংগঠিত দল দাঁড় করতে চাওয়ার ব্যাপারে কাথলিকরা ছিল অভিন্ন মত। কিন্তু তাদের সময়কার সমাজের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে তারা দ্বিধাবিভক্ত ছিল। কারণ সমাজের তখনকার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল উদারনীতি। ফ্রান্সে আপোসহীন কাথলিকদের মধ্যে পুরোভাগে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন লুইস ভ্যেইলো ও তাঁর পত্রিকা ল' ইউনিভার্স, পৈতিয়েরস্-এর ধর্মপাল মন্সিনিয়র পাই এবং সমেস-এর মঠাধ্যক্ষ ডন গ্যুরাঙ্গার। আপোসহীন কাথলিকরা মণ্ডলীকে তার আগের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুযোগ-সুবিধা পুনরুদ্ধার করতে দেখতে চেয়েছিলেন। মণ্ডলীর জন্য যা যা হুমকিস্বরূপ যেমন – যে কোন কিছু প্রকাশের স্বাধীনতা – সে সবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। উক্ত আপোষহীনদের লক্ষ্যবস্তু ছিল উদারপন্থী কাথলিকরা। তাদের অপেক্ষাকৃত বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে উদারপন্থী কাথলিকগণ সামাজিক বিবর্তন ও ধর্মের অবক্ষয় লক্ষ্য করেছিল। তারা শুধু চাইত রাষ্ট্র একটা অনুকূল নিরপেক্ষতা বজায় রাখুক আর কাথলিকরা অন্যান্যদের ন্যায় একই স্বাধীনতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুক। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের নীতিমালাকে বেছে বের করা উচিত। স্বাধীনতার একটা খ্রীষ্টীয় অর্থও বহন করতে পারে। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদারপন্থী কাথলিকরা কার্যতঃ রক্ষণশীল থেকে যায়, এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল। তাদের প্রধান মুখপাত্র স্বরূপ ছিলেন অর্লিয়েন্সের ধর্মপাল মন্সিনিয়র দুপানলূপ ও মন্তালেম্বার্ট ঃ তাঁরা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মালিন্স-এ অনুষ্ঠিত এক কংগ্রেসে কাথলিকদের কাছে স্বাধীনতার সুফলগুলো গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন বলে রোম তাদের নিন্দা করে। তাঁরা তাঁদের মত প্রকাশের উপায় হিসাবে'ল্য করেসপণ্ডেন্ট' নামক পত্রিকাটি ব্যবহার করতেন।

### যুক্তি ও বিশ্বাস

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান খ্রীষ্টধর্ম এবং বিশেষ ক'রে কাথলিক ধর্ম সম্পর্কে বেশী প্রশ্ন উত্থাপন করে। দার্শনিক কান্টের দর্শন দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে যে, যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। অগ্যস্ত কঁৎ -এর প্রত্যক্ষবাদ অতিপ্রাকৃত সব কিছু অস্বীকার করে। তাঁর লেখা 'যীশুর জীবনী' (১৮৬৩) গ্রন্থে রেনান যীশুকে একজন নিছক মানুষে পর্যবসিত করেন। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তি ও বিশ্বাসকে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত করা যায় ?

### খ্রীষ্টমণ্ডলীতে পোপের স্থান

"রোম সমস্যা" ও পোপ নবম পিউসের ব্যক্তিত্ব ধর্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পোপের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সমর্থনের অগ্রগতির পথ সুগম করে দেয়। পোপ তাঁর পার্থিব রাজ্য হতে বঞ্চিত হয়েছেন দেখে কাথলিকরা ক্ষুব্ধ হয়, কারণ তারা মনে করেছিল পোপের জন্য জাগতিক ক্ষমতা তাঁর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে। অনেক

কাথলিক দেখতে চেয়েছিল পোপের অভ্রান্ততা আরও স্পষ্ট ক'রে ব্যাখ্যা বা স্থির করা হয়েছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব ধর্মতত্ত্বটি ঘোষণার মাধ্যমে পোপ মহোদয় পরোক্ষভাবে তাঁর অভ্রান্ততাই দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন। কিন্তু পোপের প্রতি ভক্তি সময় সময় তাঁকে হাস্যোস্পদ ক'রে তোলে যখন তাঁকে 'মানব জাতির উপ-ঈশ্বর' বা 'দেহধারী বাক্যের ধারাবাহিকতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

## আংশিক সাড়াদান

কয়েকজন ধর্মপালের কাছ থেকে আসা চাপের কাছে নতিস্বীকার ক'রে পোপ নবম পিউস ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের দু'টি দলিলে সেকালের অনাচারের বিরুদ্ধে একটা সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেন। Quanta Cura নামক তাঁর সার্বজনীন পত্রে তিনি তাঁর পূর্বসুরী পোপ ষোড়শ গ্রেগরীর কায়দায় যুক্তিবাদ, গ্যালিকানিজম,
[২২৮] সমাজতন্ত্র, উদারনীতি প্রভৃতির নিন্দা করেন। উক্ত সার্বজনীন পত্রটির সঙ্গে ২৪টি বিবৃতির একটা সুবিন্যস্ত তালিকাও তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন যেগুলো নিন্দিত হয়েছিল। সর্বশেষ বিবৃতিটা গোটা আধুনিক সমাজটাকেই প্রত্যাখ্যান করার ইঙ্গিত দেয় বলে মনে হয়। এতে আপোসহীন কাথলিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়। মণ্ডলী বিরোধীরা চাপা হাসি হাসে ঃ "পোপ রোমের রেললাইন বাদ দিয়ে দেবেন।" উদারপন্থী কাথলিকরা – যারা মনে করছিল তাদের গ্রাহ্য করা হচ্ছিল না – হতাশাগ্রস্ত হয়। এই অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হিসাবে মন্সিনিয়র দুপান্‌লূপ একটি দলিলে পোপের পার্থিব ক্ষমতায় তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করলে পর পোপের বক্তব্যের একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। তাঁর দেওয়া ব্যাখ্যা পোপ মহোদয় মেনে নিলে ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হয়।

আধুনিক জগতের সঙ্গে খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিরূপ সম্পর্ক ও খোদ মণ্ডলীর অভ্যন্তরে নানা বাদানুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পোপ নবম পিউস ভাটিকান মহাসভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেন।

### [২২৮] বিবৃতি-তালিকা (১৮৬৪)

*তাঁর পূর্বেকার বিভিন্ন লেখা থেকে কোন কোন অংশবিশেষ নিয়ে পোপ নবম পিউস সমকালীন ৮০টি ভ্রান্তির নিন্দা করেন। এই সুবিন্যস্ত তালিকাটি সন্নিবেশিত হয়েছে Syllabus Errorum। সে যা-ই হোক, কোন ভ্রান্তিকে নিন্দা জ্ঞাপন আবশ্যিকভাবে এর সঠিক শিক্ষা নির্দেশ করে না বলে এ সব নিন্দাজ্ঞাপনের একটা মধ্যপন্থী ব্যাখ্যা পেশ করার সুযোগ দেয়।*

নিম্নলিখিত দৃঢ়োক্তির নিন্দা করা হয় ঃ

৫৫। খ্রীষ্টমণ্ডলী রাষ্ট্র হতে পৃথক হবে আর রাষ্ট্র খ্রীষ্টমণ্ডলী হতে পৃথক হবে।

৬৩। বৈধ রাজন্যবর্গের প্রতি বাধ্যতা অস্বীকার করা, এমনকি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অনুমতিযোগ্য।

৭৭। আমাদের এ যুগে অন্য সব ধরনের ধর্ম উপাসনা বাদ দিয়ে মাত্র কাথলিক ধর্ম রাষ্ট্রধর্মরূপে বিবেচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

৭৮। কোন কোন কাথলিক দেশে আইন যথার্থই এই শর্ত আরোপ করেছে যে, যে সকল বিদেশী সেখানে এসে বসতি করে, তারা তাদের নির্দিষ্ট উপাসনা-রীতির প্রকাশ্য অনুশীলনের অধিকার ভোগ করবে।

৭৯। সর্বপ্রকার উপাসনার নাগরিক স্বাধীনতা এবং সকলকে তাদের চিন্তাধারা ও অভিমত খোলাখুলিভাবে ও প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার জন্য প্রদত্ত পূর্ণ ক্ষমতা মানুষকে আরও সহজে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অধঃপতন ও সংক্রমক উদাসীনতা বিস্তারের পথে নিয়ে যায় – একথা ভ্রমাত্মক।

৮০। রোমের পোপ প্রগতি, উদারনীতি ও আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব কাটিয়ে উঠতে ও মীমাংসার মধ্যে আসতে পারেন এবং তা তাঁকে করা উচিত।

## ২। মহাসভার বৈঠক

### বাস্তবায়ন

মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর। মহাসভার প্রস্তাবিত লক্ষ্যসমূহ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ছিল না, কিন্তু সকলেই ভেবেছিল অনিবার্য বিষয় হবে পোপের অভ্রান্ততা বিশদ ও সুনির্দিষ্ট করা। এক হাজারের মত কার্যরত ধর্মপালের মধ্যে ৭০০ জনের একটু বেশী ধর্মপাল মহাসভায় যোগদান করেন। মহাসভায় সমগ্র পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ইউরোপীয় ধর্মপালগণের দ্বারা বিভিন্ন কমিশন নানাবিধ বিষয়ের উপর বিপুল সংখ্যক সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি মাত্র দু'টি ক্ষেত্রে সমগ্র কর্মকাণ্ডকে সীমিত রেখেছিল।

## মূল কার্য

Dei Filius শীর্ষক সংবিধানটি ছিল মহাসভায় যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যকার সম্পর্কের উপর সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ফসল। সংবিধানটির উপর ভোটাভুটি হয় ২৪শে এপ্রিল, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। যুক্তিবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদের [২২৯]
ভ্রান্তিগুলোর মুখোমুখি হয়ে মহাসভা একব্যক্তিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করে যাঁকে যুক্তিবলে পাওয়া যায়। একই

### [২২৯] প্রথম ভাটিকান মহাসভা (১৮৬৯-১৮৭০)

#### যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক

*১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিলের Dei Filius সংবিধান থেকে নেয়া কয়েকটি ব্যাখ্যা ঃ*

"যদি কেউ বলে, ঈশ্বরের ও সমস্ত বস্তুর সত্ত্বা বা অস্তিত্ব এক ও অভিন্ন, ধিক্ তাকে।

যদি কেউ বলে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, এক সত্য ঈশ্বরকে মানুষের যুক্তিবুদ্ধির স্বাভাবিক আলোকে তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না, ধিক্ তাকে।

যদি কেউ বলে, খ্রীষ্টমণ্ডলী কর্তৃক ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বগুলোকে খ্রীষ্টমণ্ডলী এ যাবৎ যা বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে তার চেয়ে ভিন্ন একটা অর্থ করা যায়, ধিক্ তাকে।"

### [২৩০] পোপের প্রাধিকার ও অভ্রান্ততা

*১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাইয়ের Pastor Aeternus নামক সংবিধান থেকে অংশবিশেষ ঃ*

"আমাদের ঐশ ত্রাণকর্তার গৌরবার্থে, কাথলিক ধর্মের মহিমার্থে এবং খ্রীষ্টীয় জনগণের (পবিত্র মহাসভার অনুমোদিত) নিরাপত্তার্থে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের শুরু থেকে, প্রাপ্ত ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুগত থেকে, ঐশ্বরিকভাবে প্রত্যাদিষ্ট একটি ধর্মতত্ত্ব হিসাবে আমরা শিক্ষা ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি যে, রোমের পোপ মহোদয় যখন এক্স কাথেড্রো কথা বলেন অর্থাৎ সমস্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীর পালক ও শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব পালন ক'রে যখন তাঁর সর্বময় প্রৈরিতিক কর্তৃত্বের বলে তিনি বিশ্বজনীন মণ্ডলী কর্তৃক পালনীয় ধর্মবিশ্বাস বা নীতি বিষয়ক কোন তত্ত্ব বা মত ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি ধন্য পিতরকে প্রতিশ্রুত ঐশ্বরিক সহায়তার গুণে সেই অভ্রান্ততায় ভূষিত হন, যার দ্বারা তাঁর মণ্ডলী ঐশ ত্রাণকর্তার ইচ্ছানুযায়ী বিশ্বাসে বা নীতি বিষয়ক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার সময় অলঙ্কৃত হওয়া উচিৎ ঃ আর সেই কারণে রোমের পোপের সেই সব দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যা ঘোষণা নিজস্ব গুণে – খ্রীষ্টমণ্ডলীর সম্মতির গুণে নয় – সংশোধন বা সংস্কারসাধনযোগ্য নয়। কেউ যদি আমাদের এই দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যার বিরোধিতা করার ধৃষ্টতা দেখায় (ঈশ্বর না করুন !), ধিক্ তাকে।

বেত্তেনসন, 'খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দলিল পত্র' ২৭৩ এফ.

সময় মহাসভা ঐশ প্রত্যাদেশের আবশ্যকতার কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে। মহাসভার মতে যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন বিরোধ থাকতে পারে না।

পোপের অভ্রান্ততার ব্যাপারটা খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক আলাপ-আলোচনায় নিয়মতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অধিকাংশ ধর্মপালই অভ্রান্ততা বিষয়টির উপর একটি আলাপ-আলোচনা দাবি করেন, তবে একটা সংখ্যালঘু অংশ এর বিরোধিতা করে এই ভেবে যে, এ ব্যাপারে একটি সংজ্ঞা ঘোষণা করা অনুপযুক্ত। শেষোক্ত দলের মধ্যে দুপান্‌লূপসহ কয়েকজন জার্মান ও ফরাসী ধর্মপাল ছিলেন। এঁরা মহাসভা ছেড়ে চলে যান যাতে কাথলিকগণ বিঘ্ন না পায়। মহাসভার পিতৃগণ বিপুল জয়ধ্বনি ও এক ভয়ানক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে Pastor Aeternus নামক সংবিধানের
[২৩০] উপর ১৮ই জুলাই, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভোট দান করেন। মূলতঃ দলিলটি ছিল পোপের প্রাধিকার ও অভ্রান্ততার বিষয়ে একটি দৃঢ়োক্তি। এতটা শাব্দিক অতিরঞ্জনের পর পোপের অভ্রান্ততাকে যুক্তিসম্মত সুষমতায় পর্যবসিত করা হয়েছিল।

## মহাসভা মুলতবীকরণ

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম থেকে তাঁর সেনাদল প্রত্যাহার করে নেন – উক্ত সেনাদল পোপকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর নেপোলিয়ন ক্ষমতাচ্যুত হন। ২০শে সেপ্টেম্বর ইতালীয় সেনাদল রোম দখল করে নেয়। এই রোমই পরবর্তীতে হয়ে উঠে ইটালি রাজ্যের রাজধানী। মহাসভার মুলতবী ঘোষণা করা হয় এবং পরে তা আর ডাকা হয়নি।

## ৩। মহাসভার ফলাফল

মহাসভার সিদ্ধান্তসমূহ সার্বিকভাবে গৃহীত হয়। একমাত্র যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা ছিল মিউনিকের ডলিঙ্গারকে ঘিরে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক। তাদের কেউ কেউ একটি "প্রাচীন কাথলিক মণ্ডলী" গঠন করেন যার সদস্য সংখ্যা অতি সীমিত। এরা অচিরেই ইউট্রেক্ট-এর জানসেনপন্থী মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

প্রথম ভাটিকান মহাসভা একটা ভারসাম্যহীনতা-বোধ রেখে যায়। স্বল্প সময়ের মধ্যে মহাসভা পোপ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে বটে, কিন্তু ধর্মপালদের সম্বন্ধে করতে পারেনি। অবশ্য ধর্মপালের পদ সম্পর্কিত ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার উপযুক্ত সময় তখনও হয়নি। এই সময় অভাবটা বোধ হয় ছিল বিধাতৃকৃত। শেষ পর্যন্ত পোপের অভ্রান্ততা বিষয়ক ব্যাখ্যাদানের ফলাফল দাঁড়িয়েছিল পোপের প্রাধিকারের ফলাফলের চেয়ে অনেক কম। যথার্থভাবে বলতে গেলে পোপ তাঁর অভ্রান্ততা প্রয়োগ করেছিলেন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দানের সময়। পক্ষান্তরে পোপের প্রাধিকার স্বীকার করতে গিয়ে মহাসভা পোপকে 'সমগ্র মণ্ডলীর উপর সাধারণ, প্রত্যক্ষ ও ধর্মপালের এখতিয়ার' প্রদান করে। পোপের প্রাধিকার রোমকেন্দ্রিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়নের সুযোগ ক'রে দেয় ও পোপতন্ত্র যেকালে তার পার্থিব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, সেই সময় তার মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। ধর্মপালদের ক্ষমতার সঙ্গে এই প্রাধিকারের সমন্বয় করার কাজ তখনও বাকী ছিল। ধর্মপালগণের সংঘবদ্ধতার স্বীকৃতির জন্য দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। প্রথম ভাটিকান মহাসভার দৃঢ়োক্তিগুলো/ ব্যাখ্যাগুলো সময় সময় রাজনৈতিক সমাজ ও মণ্ডলীর মধ্যে টানাপোড়েন বৃদ্ধি করে, আর এটাই বিভিন্ন দেশে যাজক-বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে অজুহাতরূপে কাজ করে।